দৈনিক জনকণ্ঠ

৫

তারিখ ... ... OCT 10 1998
পৃষ্ঠা ১৬ ... কলাম ... ৪

উজ্জীবিত নওগাঁ

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচী "উজ্জীবিত নওগাঁ" প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে জেলার ৩ লাখ ৯৬ হাজার ৩শ' ১৮ নিরক্ষরকে সাক্ষরদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ লাখ ৯১ হাজার ৯৫ জন পুরুষ এবং ২ লাখ ৫ হাজার ২শ' ২৩ জন মহিলা। '৯৮ সালের ১ নবেম্বর নওগাঁয় দ্বিতীয় পর্যায়ের এই কর্মসূচী চালু হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান, পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং আয়বর্ধক কার্যক্রম হিসাবে সরকার এই কর্মসূচী হাতে নেয়। এই কর্মসূচীকে সফল করতে নওগাঁ জেলার ১০ থানায় ১৩ হাজার ১শ' ৩৯টি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ কেন্দ্র ৬ হাজার ৩শ' ৬৩টি এবং মহিলা কেন্দ্র ৬ হাজার ৭শ' ৭৬টি। এতে ৮শ' ৩১ জন সুপারভাইজার এবং ১৩ হাজার ১শ' ৩৯ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই

বিশ্বজিৎ মনি

কার্যক্রমে বরাদ্দ মিলেছে ৭ কোটি টাকা। যা শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের সম্মানী ভাতা ও অন্য উপকরণাদির বিল বাবদ ব্যয় হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। নওগাঁতে এই কার্যক্রম শুরু হবার পর সময়মতো বরাদ্দ না পাওয়ায় শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের সম্মানী ভাতা প্রদানে বিলম্ব ঘটে। ব্যাহত হয়ে পড়ে এর কার্যক্রম। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয় আরও ২ মাস। এলাকার নিরক্ষর জনগণকে পুরোপুরি নিরক্ষরতামুক্ত করতে এই কার্যক্রমের সময়সীমা আরও ৩ মাস বাড়ানো হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, নওগাঁ সদরের তুলনায় বাইরের থানাগুলোতে এই কার্যক্রমে সাড়া জেগেছে ব্যাপক। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ৮০ ভাগেরও বেশি সফলতা এসেছে এ প্রকল্পে। কিন্তু পৌর এলাকায় ফলাফল ঠিক তার উল্টো। ৮০ ভাগই এখানে সফলতার মুখ দেখেনি। কারণ হিসাবে জানা গেল, শুরুতেই শিক্ষক ও সুপারভাইজার নিয়োগে ছিল অনিয়ম। কোন কোন এলাকায় শিক্ষক ও সুপারভাইজার বিতর্কিত হওয়ায় শিক্ষার্থী মিলেনি ওইসব কেন্দ্রে। এর পরেও যে শহরে ব্যতিক্রমী কিছু ঘটনা ছিল তা অত্যন্ত চমকপ্রদ। নওগাঁ জনকল্যাণ কেন্দ্রে নিয়মিত এসেছেন ৭৫ বছর বয়স্ক খাতুন বেওয়া। সরেজমিনে গিয়ে কথা হলো খাতুন বেওয়ার সাথে। এই প্রতিনিধিকে দেখে ঘোমটা টেনে বসে রইলেন তিনি। এই বয়সে লেখাপড়া শেখার এত উৎসাহ সম্পর্কে জানতে চাইলে খাতুন বেওয়া দন্তবিহীন মুখে মুচকি হেসে বললেন, "ও বাপো মরার আগে এনা নাম কোনা লেকা শিকপার পারলে, ম'রাউ শান্তি পানুহিনী বাপো।" চকএনায়েত কেন্দ্রে কথা হলো বেবী (৩৫) ও তার মা রাবেয়ার (৪৯) সঙ্গে। তারা কোনদিন লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি। যুগের সঙ্গে তাল মিলে চলার তাগিদে তারাও এসেছে লেখাপড়া শিখতে। আরজী নওগাঁ কেন্দ্রে কথা হলো ফাতেমা, রূপালী, মাকসুদা, সাহিদা ও সফুরার সঙ্গে। দারিদ্র্য আর সামাজিকতার কারণে তারা স্কুলে যেতে পারেনি কখনও। এদের মধ্যে বেশ কিছু শিশুও চোখে পড়ে। কেউ কেউ প্রাথমিক স্কুলে পড়ত। ঝরে পড়েছে নানা কারণে। তাদের কিছুটা হলেও উৎসাহ দেখা গেছে। তবে গ্রামাঞ্চলে এই উৎসাহ বেশি। এদিকে গত ১৮ আগস্ট নওগাঁয় অনুষ্ঠিত হয় চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা। সে দিন এসেছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র রায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শাহিন মনোয়ারা হক এমপি, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক মোঃ লুৎফর রহমান, পুলিশ সুপার এসএম গোলাম মোস্তফা, সিভিল সার্জন ডাঃ লক্ষ্মীকান্ত সান্যাল, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল মালেক, পৌরসভার চেয়ারম্যান আখতার আহমেদ সিদ্দিকী, চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মোঃ শামছুল হক প্রমুখ। মন্ত্রী চূড়ান্ত পরীক্ষা পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচীর চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার একটি কেন্দ্র —জনকণ্ঠ